Embassy of the
People's Republic of Bangladesh
Tripoli, Libya

سفارة
جمهورية بنغلاديش الشعبية
طرابلس - ليبيا

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নং-বিইটি/এনডি/২০২২ তারিখঃ ২৭/০৩/২০২৪

বিষয়ঃ বাংলাদেশ দূতাবাস, লিবিয়াতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন।

বাংলাদেশ দূতাবাস, লিবিয়া যথাযথ মর্যাদা ও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে। দিবসটি উদ্‌যাপনের প্রথম পর্যায়ে ২৬ মার্চ সকালে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে মান্যবর রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মুহাম্মদ খায়রুল বাশার দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানমালার পরবর্তী পর্যায়ে মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। এ পর্বে দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাণী পাঠ করা হয়। মান্যবর রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সকল লিবিয়া প্রবাসীকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা জানান। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং সুমহান আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন। তিনি বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা তুলে ধরেন এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের নিরলস প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেন। মান্যবর রাষ্ট্রদূত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা ও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদান অব্যাহত রাখার আহবান জানান। আলোচনা সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গের সকল শহীদসহ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে শাহাদাতবরণকারী শহীদদের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানমালার দ্বিতীয় পর্বে এক অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়। রাজধানী ত্রিপলীর রেডিসন ব্লু হোটেলে এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে লিবিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ খলিল ঈসা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও লিবিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তেল মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ, লিবিয়ায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স, কূটনীতিক কোরের সদস্য, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি এবং ত্রিপলীতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের শুরু করার পর বাংলাদেশে এবং লিবিয়ার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। মান্যবর রাষ্ট্রদূত তাঁর স্বাগত বক্তৃতায় উপস্থিত অতথিবর্গকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করেছে এবং বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার যাত্রা শুরু করেছে। মান্যবর রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে লিবিয়া-বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে লিবিয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়। এ জন্য তিনি লিবিয়ার সরকার ও জনগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করনে।

লিবিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রাচার প্রধান জনাব তাহের হোসাইন সোলাইমান অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে লিবিয়া সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণকে অভিনন্দন জানান। তিনি তাঁর বক্তৃতায় লিবিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর সহযোগিতামূলক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রাচার প্রধান লিবিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুদেশের বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে অধিকতর জোরদার করতে এবং নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর বলেও জানান।

পরবর্তীতে মান্যবর রাষ্ট্রদূত লিবিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রীকে সাথে নিয়ে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে কেক কাটেন। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ট্যুরিজমের উপর ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। অভ্যর্থনায় উপস্থিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং লিবিয়া সরকারের কর্মকর্তাগণসহ সকলেই দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানের অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন, যা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করেছে।

.....

El Haddad Street, Hadba El Khadra, Tripoli, Libya; Phone: +218 21 4911198 - 99, Fax: +218 21 4906616
E-mail: mission.tripoli@mofa.gov.bd, bdtripoli@yahoo.com, libyalw@yahoo.com
www.bangladeshembassylibya.com